আমাদের দাওয়াত আমাদের আক্বীদা

ও

ফিতনাহ হতে মুক্তির উপায়

শাইখ মুক্ববিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদি'য়ী

هذه دعوتنا وعقيدتنا

আমাদের দাওয়াত, আমাদের আক্বীদা

ও

المخرج من الفتنة

ফিতনাহ হতে মুক্তির উপায়

للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله

শাইখ মুক্ববিল ইবনে হাদী আল ওয়াদি‘য়ী রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদঃ মোঃ তরিকুল ইসলাম

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ

আল মুজাদ্দিদ, আশ শাইখুল আল্লামাহ, আল মুহাদ্দিস, ইমাম মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদি‘য়ী রহিমাহুল্লাহর জীবনী

জন্ম:

আবূ আব্দির রহমান মুকবিল ইবনে হাদী ইবনে মুকবিল ইবনে ক্বয়েদাহ আল হামদানী আল ওয়াদি‘য়ী। তিনি দাম্মাজ শহরের ‘দারুল হাদীছ’ এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইয়ামেনের ছা‘আদাহ জেলার দাম্মাজ শহরে ১৩৫২ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হামদানের ওয়াদা‘আহ গোত্রের লোক।

শিক্ষা:

তিনি (ইয়ামেন থেকে) সৌদী আরব চলে আসেন এবং মক্কায় একটি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক এবং পরে আল জামি‘আহ আল ইসলামিয়্যা (মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়) হতে উছুলুদ দীন ও শরী‘আহ অনুষদে পড়াশোনা করেন। তারপর তিনি আরো পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং বিশেষভাবে ইলমুল হাদীছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর তিনি হাদীছ, তাফসীর ও রিজালের কিতাবগুলোর দিকে মননিবেশ করেন।

শিক্ষকগণ:

১. শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহি)। শাইখ মুকবিল জামি‘আহ আর ইসলামিয়াতে আসার আগেই শাইখ আলবানী সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। তবে তিনি মদীনাতে ছাত্রদের সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন। আর ছাত্রদের ‘কাওয়াইদ ফিল হাদীছ’ বিষয়ে একটি বিশেষ দারসে শাইখ আলবানী উপস্থিত হতেন।

২. শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে বায (রহি)। মদীনাতে শাইখের ছ্বহীহ মুসলিমের দারসে শাইখ মুকবিল উপস্থিত হতেন।

৩. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আছ ছুমালী। তার কাছে তিনি সাত মাস বা তার কিছু বেশী সময় পড়াশোনা করেন। তার নিকট থেকে তিনি ইলমুল হাদীছ এবং দুই শাইখের (বুখারী ও মুসলিম) রাবীগণের পরিচিতি সম্পর্কে অনেক উপকৃত হন। শাইখ মুকবিল সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ

আছ ছুমালী বলেন, দুই শাইখের (বুখারী ও মসলিম) রাবীগণের পরিচিতি সম্পর্কে তার মতো ব্যক্তি খুবই কম আছে অথবা তার মতো নেই।

৪. হাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল আনছারী। তিনি শাইখের উচ্চ পড়াশোনার শিক্ষদের একজন।

৫. মাহমুদ আব্দুল ওয়াহাব ফায়াদ। দাওয়াহ্ অনুষদে শাইখের শিক্ষকদের একজন যেখানে তিনি তাফসীর পড়তেন। তিনি শাইখ মুকবিল সম্পর্কে বলেন, তিনি শক্তিশালী ও মুহাক্কিক।

৬. মুহাম্মাদ তাকীউদ্দীন আল হিলালী।

৭. ত্বহা আয যাইনী।

ছাত্রগণ:

১. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল ওয়াহাব আল ওয়াছাবী

২. আবূল হাসান আল মা'রাবী

৩. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ্ আল ইমাম

৪. আব্দুল আযীয আল বার'ঈ।

৫. আব্দিল্লাহ্ ইবনে উছমান।

৬. ইয়াহইয়া ইবনে আলী আল হাজূরী

৭. আব্দুল রহমান আল আনাদী

৮. মুহাম্মাদ আছ ছুমালী

৯. আহমাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবীর আইনাইন আল মিছরী

১০. মছ্বতফা ইবনে আদাবী

১১. উসামাহ ইবনে আব্দিল লাতীফ আল ক্বওছী

কিতাবসমূহ:

১. সূরা আল মায়িদাহ্ পর্যন্ত দুই খণ্ডে তাফসীর ইবনে কাছীরের তাহক্বীক ও তাখরীজ।

২. আছ ছুহীহ্ আল মুসনাদ মিন আসবাবিন নুযূল

৩. আশ শাফা'আত

৪. আল জামিউছ ছুহীহ্ ফিল কাদার

৫. আছ ছুহীহুল মুসনাদ মিন দালায়িলিন নবুয়াত

৬. ছা'কাতুয যালাযিল লি নাসফি আবাতীলির রফযি ওয়াল ই'তিযাল।

৭. আস সুয়ুফুল বাতিরাহ লি ইলহাদীশ শুযূয়িয়্যাতিল কাফিরাহ

৮. রিয়াযুল জান্নাহ ফির রাদ্দি আলা আ'দায়িস সুন্নাহ

৯. আত ত্বলি'আতু ফির রদ্দি আলা গুলাতিশ শী'আ।

১০. বাহছু হাওলিল কুব্বতিল মাবনিয়্যাতি 'আলা কাবরি রসূলিল্লাহ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১১. আল ইলহাদুল খমীনী ফি আরযিল হারামাইন

১২. ফাতওয়া ফিল ওয়াহদাতি মা'আশ শুয়ু'ইয়্যিন।

১৩. আছ ছুহীহুল মুসনাদ মিম্মা লাইসা ফিছ ছুহীহাইন

১৪. আল জামিউছ ছুহীহ মিম্মা লাইসা ফিছ ছুহীহাইন

১৫. রুদূদু আহলিল ইলম আলাত ত্ব'য়িনীনা ফি হাদীছিস সিহর

১৬. আল মাখরাজু মিনাল ফিতনাহ

১৭. হাযিহি দা'ওয়াতুনা ও আক্বীদাতুনা (আমাদের দাওয়াত ও আমাদের আক্বীদা)

১৮. ইযাহুল মাকাল ফি আসবাবিয যিলযাল

১৯. তাহকীকু ও দিরাসাতুল ইলযামাতি ওয়াত তাতাব্বুয়ি লিদ দারাকুত্বনী

২০. নাশরুছ ছহীফাতি ফি যিকরীছ ছ্বহীহি মিনাল আকওয়ালি আয়িম্মাতিল জারহি ওয়াত তা‘দীল ফি আবী হানীফাহ

২১. আল মুকতারাহু ফি আজবিবাতি আসইলাতিল মুছ্বতলাহ

২২. আহাদিছু মু‘আল্লাহ যহিরুহাছ ছিহহাহ

২৩. আল জাম‘উ বায়নাছ ছ্বলাতাইনী ফিস সাফার

২৪. শারইয়্যাতুছ ছ্বলাতি ফিন নি‘আল

২৫. তুহফাতুশ শাবাবির রব্বানী ফির রদ্দি ‘আলাল ইমামি মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ শাওকানী ফি শা‘নীল ইসতিমনা

২৬. তাহরীমুল খিযাব বিস সাওয়াদ

২৭. হুকমু তাছবীরি যাওয়াতিল আরওয়াহ

২৮. কুমউল মু‘আনিদ ওয়া যাজরিল হাকিদল হাসিদ

২৯. তুহফাতুল মুজিব আলা আসইলাতিল হাদিরি ওয়াল গারিব

৩০. ইজাবাতুস সায়িল আন আহাম্মিল মাসায়িল

৩১. আল মুছারা‘আহ

৩২. আল বায়িছু ‘আলা শারহিল হাওয়াদিছ

৩৩. যাম্মুল মাসআলা

৩৪. ফাযায়িহ ওয়া নাযায়িহ

মৃত্যু: এক বছরের বেশী সময় ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর সত্তর বছর বয়সে ১৪২২ হিজরিতে জেদ্দায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

ভূমিকা সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই কাছে ইস্তেগফার করছি। আমাদের নিজেদের এবং আমাদের আমলসমূহের অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত দিবেন সেই হিদায়াতপ্রাপ্ত। আর যাকে তিনি গোমরাহ করবেন তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রসূল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٢﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না' (সূরা আলি ইমরান ৩:১০২)। তিনি আরো বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবি কর এবং তাকওয়া অবলম্বন করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক' (সূরা আন নিসা ৪:১)। তিনি আরো বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَـٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে' (সূরা আল আহযাব ৩৩:৭০-৭১)।

أما بعد: فإنها لما كَثُرت العقائد المختلفة وانتشرت دعوات شتى وصار حالُ أصحابها كما قال الله سبحانه تعالى:

অতঃপর, বিভিন্ন ধরনের আক্বীদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এবং বিভিন্ন রকমের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ার কারণে, সেসব দাওয়াতের অনুসারীদের অবস্থা তেমন হয়েছে যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ زُبُرٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ٥٣﴾

অতঃপর লোকেরা তাদের নিজেদের মধ্যে তাদের দীনকে বহু ভাগে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত (সূরা আল মুমিনুন ২৩:৫৩)।

وحال أصحابها كما قيل: وكلٌ يدعي وصلاً لليلى ... وليلى لا تقر لهم بذاكَ

এসব অনুসারীদের অবস্থা হলো, যেমন বলা হয়ে থাকে, প্রত্যেকেই লায়লার সাথে মিলতে চায়, কিন্তু লায়লা তাদেরকে সেটির অনুমতি দেয় না।

ولا تجد أصحاب دعوة إلا وهم يدعون أنهم على الصراط المستقيم, فذلكم فرعون الذي يقول:

তুমি দেখতে পাবে যে, প্রত্যেক দাওয়াতের অনুসারীরাই দাবি করে যে, তারাই ছিরাতে মুস্তাকীমের ওপর আছে। এরকমই ফিরআউন বলেছিল,

﴿أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلۡأَعۡلَىٰ ٢٤﴾

আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব (সূরা আন নাযি‘আত ৭৯:২৪)।

يقول لقومه:

সে তার জাতিকে বলেছিল,

﴿مَآ أُرِيكُمۡ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهۡدِيكُمۡ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ﴾

আমি যা সঠিক মনে করি, তা তোমাদেরকে দেখাই। আর আমি তোমাদেরকে শুধু সঠিক পথই দেখিয়ে থাকি (সূরা গাফির ৪০:২৯)।

ويقول في شأن نبي الله موسى عليه السلام:

আর সে আল্লাহর নবী মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছিল,

﴿ذَرُونِيٓ أَقۡتُلۡ مُوسَىٰ وَلۡيَدۡعُ رَبَّهُۥٓۖ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمۡ أَوۡ أَن يُظۡهِرَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ٱلۡفَسَادَ ﴾

আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবকে আহবান করুক। নিশ্চয় আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দীন পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে (সূরা গাফির ৪০:২৬)।

ويقول هو وقومه في شأن موسى وهارون عليهما السلام:

মূসা ও হারূন আলাইহিমাস সালাম সম্পর্কে সে তার জাতিকে বলেছিল,

﴿إِنۡ هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ يُرِيدَانِ أَن يُخۡرِجَاكُم مِّنۡ أَرۡضِكُم بِسِحۡرِهِمَا وَيَذۡهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلۡمُثۡلَىٰ﴾

এ দুজন অবশ্যই জাদুকর, তারা চায় তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি ধ্বংস করতে (সূরা ত্ব-হা ২০:৬৩)।

ويقول سبحانه وتعالى عن دعوى المنافقين:

আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের দাবি সম্পর্কে বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ﴾

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা বলে, “আমরা তো কেবল সংশোধনকারী (সূরা আল বাকারাহ ২: ১১)। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ ١٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ﴾

সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তা কিন্তু তারা তা বুঝে না। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঈমান আন যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে’, তারা বলে, ‘নির্বোধ লোকেরা যেরূপ , ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনবো?’ সাবধান! নিশ্চয় এরা নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না (সূরা আল বাকারাহ ২: ১২-১৩)।

وإليك مثالاً :هذه الطائفة الضالة المارقة الإسماعيلية, بنجران والفرع والعطفين والإحساء والقطيف والبحرين والمدينة وهم المسمَّون بالنخاولة, وبحراز وعراس وبُنُقُم وبصنعاء وبالهند ومشايخهم يُسمَّون بالمكارمة وليسوا بمكارمة.

কিছু উদাহরণ নিন, নাজরান, ফারা‘, আতফীন, আল ইহসাহ, আল ক্বতীফ, বাহরাইন এবং মদীনাতে বিদ্যমান গোমরাহ ইসমাঈলী দল যারা নিজেদেরকে নাখাওয়ালা নামকরণ করে। আর হিরায, ছানআ এবং ভারতে তারা নিজেদেরকে মাকারিমাহ (মহান সম্মানীত) বলে নামকরণ করে অথচ তারা মাকারিমা নয়।

والمكارمة ينتسبون إلى المذهب الباطني الملحد المحاد لله ولرسوله وللإسلام, فقد قتل أسلافهم الحجيج ببيت الله الحرام واقتلعوا الحجر الأسود! وبقي عندهم فترة من الزمن ثم ردوا كسراً منه. فالمكارمة ليسوا بمسلمين, بل هم

أضر على الإسلام من اليهود والنصارى, ومع هذا فهم ينشرون دعوتهم بالكتب وبغيرها من الإغراءات المالية, حتى إنهم أصبحوا في نجران يُعطون بعض ضعاف النفوس من اليمنيين تابعية, يزعمون أنهم يدعونه إلى الالتحاق بالسعودية, وفي الواقع لا يدعونه إلى الالتحاق بالسعودية ولكن يدعونه للالتحاق بالمذهب الإسماعيلي القرمطي الباطني, فهم لا يحبون السعودية ولا يحبون أحداً ليس على مذهبهم الباطل. أقول هذا عن خبرة ومعرفة بهم لأني مكثت بنجران قدر سنتين.

মাকারিমারা বাতিনী নাস্তিক মাযহাবের দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে যারা আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর রসূল ও ইসলামের বিরোধিতা করে। বায়তুল্লাহতে যারা হজ্জ করতে এসেছিলেন এমন হাজীদেরকে তাদের পূর্বপুরুষরা হত্যা করেছিল এবং তারা হাজরে আসওয়াদকে সেখান থেকে তুলেছিল। তারপর সেটি তাদের কাছে বেশ কিছুদিন থাকে। তারপর সেটির (হাজরে আসওয়াদের) কিছু অংশ আবার ফিরিয়ে আনা হয়। মাকারিমারা মুসলিম নয়। বরং তারা ইয়াহূদী ও নাছারাদের চেয়েও ইসলামের জন্য ক্ষতিকর। তা সত্ত্বেও বইপুস্তকের মাধ্যমে এবং অর্থের প্ররোচনা দিয়ে তারা তাদের দাওয়াতের প্রসার ঘটাচ্ছে। এমনকি তারা নাজরানে তাদের অনুসারী ইয়ামানী দুর্বল মানুষদের কাছে দাবি করে যে, তারা সৌদি আরবের সাথে একত্রিত হওয়ার দিকে আহ্বান করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা সৌদি আরবের সাথে একত্রিত হওয়ার দিকে আহ্বান করে না। বরং তারা আহ্বান করে বাতিনী ইসমাঈলী কারামিতী মাযহাবের সাথে একত্রিত হতে। তারা সৌদি আরবকে ভালোবাসে না এবং তাদের বাতিল মাযহাবে যারা নাই তাদের কাউকেই তারা ভালোবাসে না। তাদের সম্পর্কে জানা শোনার পরেই আমি এগুলো বলছি। কারণ আমি নাজরানে প্রায় দুই বছর ছিলাম।

وذهبت ذات ليلة إلى بعض أهل نجران فوجدت كتاباً من كتبهم وقرأت فيه فإذا فيه الضلال المبين:

এক রাতে আমি কিছু নাজরানবাসীর কাছে গেলাম। সেখানে তাদের একটি কিতাব পেলাম। সেটি পড়ে দেখি তাতে স্পষ্ট গোমরাহী। (তাতে লিখা আছে),

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗۖ﴾

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করার আদেশ দিয়েছেন (সূরা আর বাকারাহ ২: ৬৭)।

قالوا: عائشة! وكل مسلم يقرأ القرآن يعلم أنها في موسى وقومه. والجِبْت والطاغوت: أبوبكر وعمر, ومواقفها المباركة في الإسلام في عصر النبوة وبعده معروفة لدى كل مسلم, وأنهما من أهل الجنة كما جاءت بذلك الأحاديث المتكاثرة.

তারা বলে যে, এই গাভী অর্থ হলো আয়েশা রদিআল্লাহু আনহা (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ প্রত্যেক মুসলিমই কুরআন পড়ে জানে যে, এটি মূসা আলাইহিস সালাম ও তার জাতির ঘটনা। (তাদের মতে) জিবত ও ত্বগুত হলো আবূ বকর ও উমার রদিআল্লাহু আনহুমা (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং তার পরবর্তী যুগে তাদের বিরাট অবদানের কথা সকল মুসলিমেরই জানা। আর তারা জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত যেমনভাবে এই বিষয়টি অনেক হাদীছে এসেছে।

وهم يزعمون لأتباعهم أنهم يحبون أهل البيت, وما أكثر البلاء الذي دخل على الإسلام بسبب دعوى محبة أهل بيت النبوة رحمهم الله .

তারা তাদের অনুসারীদের কাছে দাবি করে যে, তারা আহলে বাইতকে ভালোবাসে। আর তাদের নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইতকে ভালোবাসার দাবির কারণে ইসলামের মধ্যে কতই না ফিতনা বা বিপদ প্রবেশ করেছে!

من أجل هذه الترهات والأباطيل والدعايات الكاذبة, ومن أجل جهل كثير من المسلمين بدينهم حتى لقد أصبح كثير منهم متحيراً كما أخبرونا بذلك . ومن أجل الدعايات الملعونة من الشيوعية والبعثية والرافضة والصوفية التي تنفر المسلمين عن الدعاة إلى الله, رأيت أن أجمع نبذة عن دعوة أهل السنة باليمن فأقول وبالله التوفيق:

এই বাতিল ও মিথ্যা দাবি এবং মুসলিমদের তাদের দীন সম্পর্কে অনেক অজ্ঞতা থাকার কারণে যেখানে তাদের অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়েছে যেমনটি তারা আমার কাছে বর্ণনা করেছে এবং সামব্যবাদী বা কমিউনিজম, বা‘ছিয়া, রাফেযী এবং সুফিবাদ যেগুলো আল্লাহর দিকে দাওয়াতদানকারীদের থেকে মুসলিমদেরকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, এসকল বিষয়গুলোর কারণে আমি ইয়ামনে আহলে সুন্নাতের দাওয়াতের কিছু সারাংশ একত্রিত করার মনস্থ করলাম। তাই আল্লাহ তা‘আলার কাছে তাওফীক কামনা করে বলছি।

هذه دعوتنا وعقيدتنا

আমাদের দাওয়াত ও আক্বীদা

١–نؤمن بالله, وبأسمائه, وصفاته كما وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريفٍ, ولا تأويلٍ, ولا تمثيلٍ, ولا تشبيهٍ, ولا تعطيلٍ.

১. কোন ধরনের বিকৃতি, অপব্যাখ্যা, দৃষ্টান্ত পেশ, সাদৃশ্যতা স্থাপন এবং অস্বীকার করা ছাড়াই আল্লাহ তা‘আলার কিতাবে এবং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই আমরা আল্লাহ তা‘আলাকে, তাঁর নামসমূহ এবং গুণাবলিকে বিশ্বাস করি।

٢–نعتقد أن نداء الأموات والاستعانة بهم وكذا الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله شِركٌ بالله.

২. আমরা বিশ্বাস করি যে, মৃতদের কাছে দু‘আ করা এবং সাহায্য চাওয়া হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা। অনুরূপভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ যেটি করতে সক্ষম নয় এমন বিষয়ে জীবিতদের কাছে দু‘আ করা এবং সাহায্য চাওয়াও শিরক।

٣–وهكذا العقيدة في الحروز والعزائم أنها تنفع مع الله أو من دون الله شرك وحملها من غير عقيدة خرافة.

৩. তাবীয কবযের ব্যাপারে কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর উপকারের পাশাপাশি সেটিও উপকার করতে পারে অথবা আল্লাহ ছাড়াই সেটি উপকার করতে পারে, তাহলে তা শিরক।

٤–نأخذ بظاهر الكتاب والسنة ولا نُؤَوِّل إلا بدليل يقتضي التأويل من الكتاب والسنة.

৪. আমরা কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করি। কিতাব ও সুন্নাহকে ব্যাখ্যা করার দাবি রাখে এমন কোন দলীল ছাড়া আমরা সেগুলোকে ব্যাখ্যা করি না।

٥–نؤمن بأن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة بلا كيف, ونؤمن بالشفاعة وبخروج الموحِدِين من النار.

৫. আমরা বিশ্বাস করি যে, আখিরাতে মুমিনগণ তাদের রবকে দেখবে, তবে এতে কোন ধরণ নির্ণয় করা যাবে না। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, (আখিরাতে) শাফা‘আত হবে এবং তাওহীদপন্থী বান্দাহগণ জাহান্নাম থেকে বের হবে।

٦–نحبُّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ونبغض من تكلم فيهم, ونعتقد أن الطعن فيهم طعنٌ في الدين لأنهم حملته إلينا, ونحب أهل بيت النبوة حباً شرعياً.

৬. আমরা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবীগণকে ভালোবাসি এবং তাদের সমালোচনাকারীদের ঘৃণা করি। আর আমরা বিশ্বাস করি যে, তাদেরকে দোষারোপ করা মানে স্বয়ং দীনকেই দোষারোপ করা। কারণ তারাই এই দীনকে আমাদেরকে কাছে পৌঁছিয়েছেন। আর আমরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারকে (আহলে বাইতদেরকে) ভালোবাসি যা শরীয়াসম্মত।

٧–نحب أهل الحديث وسائر سلف الأمة من أهل السنة.

৭. আমরা আহলে হাদীছদেরসহ এই উম্মতের আহলুস সুন্নাতের অন্যান্য সকল সালাফদেরকেও ভালোবাসি।

٨–نكره عِلْمَ الكلام, ونرى أنه من أعظم الأسباب لِتَفرقَة الأمة.

৮. আমরা ইলমুল কালাম বা তর্কশাস্ত্রকে ঘৃণা করি। আর আমরা মনে করি যে, এটিই উম্মতের বিভক্তির সবচেয়ে বড় কারণগুলোর অন্যতম।

٩–لا نقبل من كُتُبِ الفقه, ومن كتب التفسير, ومن القصص القديمة, ومن السيرة النبوية, إلا ما ثبت عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس معناه أننا نَنْبذُهَا, أو نزعم أننا نستغني عنها, بل نستفيد من استنباطات علمائنا الفقهاء وغيرهم, ولكن لا نقبل الحكم إلا بدليل صحيح.

৯. ফিক্বহ, তাফসীর, পূর্ববর্তী কাহিনীসমূহ ও নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত থেকে আমরা শুধু ততটুকুই গ্রহণ করি যা আল্লাহ তা'আলা অথবা তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে প্রমাণিত। এর মানে

এই নয় যে, আমরা সেগুলোকে ছুড়ে ফেলি অথবা আমরা দাবি করি যে, আমরা সেগুলো থেকে অমুখাপেক্ষী। বরং আমরা আমাদের ফকীহ আলেমসহ অন্যান্য আলেমদের গবেষণা থেকে উপকৃত হই। কিন্তু ছ্বহীহ দলীল ছাড়া আমরা কোন হুকুম বা বিধান গ্রহণ করি না।

١٠–لا نكتب في كتاباتنا, ولا نُلقي في دروسنا, ولا نخطب إلاَّ بقرآن أو حديث صالح للحُجِّيَّة, ونكره ما يَصْدُرُ من كثير من الكُتَّاب والواعظين من الأقاصيص الباطلة, ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة.

১০. কুরআন ও দলীল দেয়ার উপযুক্ত কোন হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে আমরা আমাদের লেখনীতে লিখি না এবং কোন আলোচনা ও খুতবাও দিই না। অনেক বই ও বক্তাদের নিকট থেকে যেসব মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী ও জাল যঈফ হাদীছ প্রকাশিত হয় সেগুলোকে আমরা ঘৃণা করি।

١١–لا نكفر مسلما بذنب إلا الشرك بالله, أو ترك الصلاة, أو الردة, أعاذنا الله وإياكم من ذلك.

১১. আমরা কোন মুসলিমকে তার কোন পাপের কারণে কাফির বলি না। তবে আল্লাহর সাথে শিরক করা, ছ্বলাত পরিত্যাগ করা[১] এবং মুরতাদ

---

[১] অলসতা ও অবহেলায় ছ্বলাত ত্যাগকারীর বিধান সম্পর্কে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে দু'ধরনের অভিমত পাওয়া যায়।

প্রথম: সে কাফির নয়, বরং ফাসিক, অবাধ্য, কাবীরা গুনাহকারী: এটি অধিকাংশ ইমামের অভিমত। যেমন- সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবূ হানীফা ও তার শিষ্যবৃন্দ এবং ইমাম মালিক। আর (প্রসিদ্ধ অভিমতে) ইমাম শাফিঈও এমত পেশ করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল এর দু'টি অভিমতের একটি অভিমত এটি। হাশিয়া ইবন আবেদীন ১/২৩৫, ফাতাওয়া হিন্দীয়া ১/৫০, হাশিয়া দাসুকী ১/১৮৯, মাওয়াহিবুল জালিল ১/৪২০, মুগনিল মুহতাজ ১/৩২৭, মাজমূ'৩/১৬, দেখুন ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ।

দ্বিতীয়: সে কাফির, দীন ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত: এটি সাঈদ ইবনু জুবাইর, ইমাম শা'বী, নাখয়ী, আওযায়ী, ইবনে মুবারক, ইসহাক, ইমাম আহমদের বিশুদ্ধতম ও ইমাম শাফিঈর দু'টি অভিমতের একটি অভিমত। আল্লামা ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহ এটি উমার ইবনুল

হওয়ার কারণে আমরা কাফির বলি। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে ও আপনাদেরকে এগুলো থেকে রক্ষা করুন।

١٢–نؤمن بأن القرآن كلامُ اللهِ غيرُ مخلوق.

১২. আমরা বিশ্বাস করি যে, কুরআন আল্লাহ তা‘আলার কালাম বা কথা, সেটি সৃষ্ট নয়।

١٣–نرى وجوب التعاون مع أي مسلم في الحق, ونبرأ إلى الله من الدعوات الجاهلية.

১৩. আমরা মনে করি যে, হকের ক্ষেত্রে কোন মুসলিমকে সহযোগিতা করা ওয়াজীব। আর আমরা জাহিলী দাওয়াত থেকে আল্লাহ তা‘আলার কাছে মুক্ত ঘোষণা করছি।

١٤–لا نرى الخروج على حكام المسلمين مهما كانوا مسلمين, ولا نرى الانقلابات سبباً للإصلاح, بل لإفساد المجتمع.

১৪. আমরা মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করি না, যতক্ষণ তারা মুসলিম আছে। বিদ্রোহ করাকে আমরা সংশোধনের উপায়ও মনে করি না। বরং তা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যম।

١٥–نرى هذه الجماعات المعاصرة المتكاثرة سبباً لفرقة المسلمين وإضعافهم.

১৫. আমরা মনে করি যে, বর্তমানে বিভিন্ন দলগুলোই মুসলিমদেরকে বিভক্ত এবং দুর্বল করার মাধ্যম।

খাত্তাব, মুযায ইবন জাবাল, আব্দুর রহমান বিন আউফ, আবূ হুরাইরা ও অন্যান্য ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। মুকাদ্দামা ইবন রুশদ ১/৬৪, আল মুকান্না‘ ১/৩০৭, আল ইনসাফ ,১/৪০২, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২২/৪৮, ইবনুল কাইয়্যিম প্রণিত আস-সালাহ হুকমু তারিকিস সালাহ, দেখুন ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ।

١٦–نرى دعوة الإخوان المسلمين غيرَ قادرةٍ وغيرَ صالحة لإصلاح المجتمع, إذ قد أصبحت دعوة سياسية لا رُوحِيَّة, وأيضاً دعوة مبتدعة لأنها دعوة إلى مبايعة مجهول, ودعوة فتنة لأنها قائمة على جهل وسائرة على جهل. وننصح بعض الإخوة العاملين فيها من الأفاضل بالتَّخَلِّي عنها حتى لا يضيع وقتهم فيما ينفع الإسلام والمسلمين, وعلى المسلم أن يكون همُّه أن الله ينصرُ الإسلام والمسلمين.

১৬. আমরা মনে করি যে, ইখওয়ানুল মুসলিমনের দাওয়াত সমাজ সংশোধনের জন্য অনুপযোগী ও অক্ষম। মূলত এটি একটি রাজনৈতিক দাওয়াত, দীনের (প্রকৃত) দাওয়াত নয়। আবার এটি বিদ'আতী দাওয়াতও বটে। কারণ এটি অজ্ঞাত আনুগত্য ও ফিতনার দাওয়াত। আবার এ দল এবং অনুসারীরা অজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এতে কর্মরত ভাইদেরকে আমি এই দল পরিত্যাগ করার উপদেশ দিচ্ছি যাতে তাদের সময় এমন জায়গায় নষ্ট না হয় যাতে ইসলাম ও মুসলিমদের কোন উপকার নেই। মুসলিমদের চিন্তা থাকবে এমন কাজের যাতে আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলিমদেরকে সাহায্য করেন।

١٧–وأما جماعة التبليغ فإليك ما كتبه الأخ الفاضل محمد بن عبد الوهاب الوصابي فقال حفظه الله:

(١). يعملون بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة وما لا أصل لها.

(٢). توجد فيهم بدع كثيرة, بل إن دعوتهم مبنية على البدع إذ عمود دعوتهم الفقري هو الخروج بهذا التحديد: من كل شهر ٣ أيام, وفي السنة أربعون يوماً, وفي العمر أربعة أشهر, وفي كل أسبوع جولتان: جولة في المسجد الذي تصلي فيه, والثانية متنقلة. وفي كل يوم حلقتان: حلقة في

المسجد الذي تصلي فيه, والثانية في البيت. ولن يَرضَوا عن الشخص إلا إذا التزمَه, ولا شك أنه بدعةٌ في الدين ما أنزل الله بها من سلطان.

(٣). يرون أن الدعوة إلى التوحيد تَنْفِيرٌ للأمة.

(٤). يرون أن الدعوة إلى السنة تنفير للأمة.

(٥). يقول أميرهم بالحديدة: بدعة تجمع الناس خير مِن سنة تفرق بينهم.

(٦). يكنون العداوة لأهل السنة.

(٧). يزهدون الناس عن العلم النافع تلميحاً وتصريحاً.

(٨). يرون أنه لا نجاة للناس إلا عن طريقِهم ويضربون على ذلك مثلاً بسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن لم يركب هلك, ويقولون: إن دعوتنا كسفينة نوح, وقد سمعت هذا المثل منهم في الأُردن واليمن.

(٩). لا يهتمون بتوحيد الأُلُوهِيَّة, وتوحيد الأسماء والصفات.

(١٠). إنهم غير مستعدين لطلب العلم, ويرون الوقت الذي يصرف في طلب العلم ضائعاً. وفيهم غير ما ذكر.

১৭. আর তাবলীগ জামা‘আত সম্পর্কে সম্মানীত ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল ওয়াহাব আল ওয়াছাবী হাফিযাহুল্লাহু যা লিখেছেন সেগুলো হলো:
(১) তারা যঈফ, বরং জাল ও ভিত্তিহীন হাদীছের ওপর আমল করে।

(২) তাদের মধ্যে অনেক বিদ‘আত দেখা যায়। এমনকি তাদের দাওয়াতই বিদআতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের দাওয়াতের মূল ভিত্তি হলো, প্রতি মাসে তিন দিন, বছরে চল্লিশ দিন, জীবনে চার মাসের জন্য বেরিয়ে যাওয়া।

সপ্তাহে দু'টি ভ্রমণ: ছালাত আদায় করা হয় এমন মাসজিদে ও অন্য কোন স্থানে। প্রতিদিন দুটি মাজলিস বা বৈঠক: ছলাত আদায় করা হয় এমন মাসজিদে ও বাড়িতেই। তাদের সাথে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কোন ব্যক্তির ওপর সন্তুষ্ট হবে না। কোন সন্দেহ নেই যে, এটি দীনের নামে বিদআত, আল্লাহ্ তা'আলা যার ব্যাপারে কোন দলীল নাযিল করেননি।

(৩) তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়াকে তারা উম্মতকে দীন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া বলে মনে করে।

(৪) এছাড়াও সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দেওয়াকেও তারা উম্মতকে দীন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া বলে মনে করে।

(৫) তাদের আমীর বলে, যেই বিদআত মানুষকে একত্রিত করে সেটি অনেক উত্তম সেই সুন্নাতের চেয়ে যেটি মানুষের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে।

(৬) তারা আহলুস সুন্নাতের শত্রু।

(৭) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তারা উপকারী জ্ঞান থেকে মানুষজনকে নিরুৎসাহিত করে।

(৮) তারা মনে করে যে, তাদের এই পন্থা ছাড়া মানুষের মুক্তির আর কোন পথ নেই। আর তারা তাদের দাওয়াতকে দৃষ্টান্তস্বরূপ নুহ আলাইহিস সালামের নৌকার সাথে তুলনা করে। যে ব্যক্তি তাতে আরোহণ করেছিল, সে নাজাত পেয়েছিল। আর যে ব্যক্তি আরোহণ করেনি, সে ধ্বংস হয়েছিল। তারা বলে যে, আমাদের দাওয়াত হলো নুহ আলাইহিস সালামের নৌকার মতো।

(৯) তারা তাওহীদুর উলুহিয়্যাত এবং তাওহীদুর আসমা ওয়াছ ছিফাতের প্রতি গুরুত্ব দেয় না।

(১০) তার জ্ঞানার্জনের জন্য প্রস্তুত নয়। তারা জ্ঞানার্জনের জন্য সময় দেওয়াকে সময় নষ্ট মনে করে।

١٨–نتقيد في فهمنا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفهم سلف الأمة من المحدثين, غير مقلدين لأفرادهم, بل نأخذ الحق ممن جاء به, ونحن نعلم أن هناك من يدعي السلفية, والسلفية بريئة منه, إذ قد أصبح يُجاري المجتمع في تحليل ما حرم الله.

১৮. আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে এই উম্মতের সালাফদের বুঝ অনুযায়ী বুঝি। নির্দিষ্টভাবে তাদের কারোর তাকলীদ করি না। বরং যার নিকট থেকেই হক আসুক না কেন আমরা তা গ্রহণ করি। আর আমরা জানি, কেউ কেউ নিজেকে সালাফী দাবি করে অথচ সালাফী মানহাজ থেকে তারা মুক্ত। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন তা হালাল করাতে সে সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শুরু করেছে।

١٩–نعتقد أن السياسة جزء من الدين, والذين يحاولون فصل الدين عن السياسة إنما يحاولون هدم الدين وانتشار الفوضى وكذا ما شاع في بعض البلاد الإسلامية (الدين لله والوطن للجميع) دعوة جاهلية, بل الكل لله.

১৯. আমরা বিশ্বাস করি যে, সিয়াসাহ বা রাজনীতি দীনের একটি অংশ। যারা সিয়াসাহ বা রাজনীতিকে দীন থেকে পৃথক করার চেষ্টা করে, তারা মূলত দীনকেই ধ্বংস করার এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিছু মুসলিম দেশে একথা ছড়িয়ে পড়েছে যে, (দীন হলো আল্লাহর, আর রাষ্ট্র হলো জনগণের) এটি একটি জাহিলী দাবি। বরং সকল কিছুই আল্লাহ তা'আলার।

٢٠–نعتقد أن لا عز ولا نصر للمسلمين حتى يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

২০. আমরা বিশ্বাস করি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমগণ আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের দিকে

ফিরে না আসবে ততক্ষণ তারা কোন সম্মান ও বিজয় লাভ করতে পারবে না।

٢١-نبغض الأحزاب المعاصرة: الحزب الشيوعي الملحد, والحزب البعثي الملحد, والحزب الناصري الملحد, والحزب الاشتراكي الملحد, والحزب الرافضي المارق.

ونرى أن الناس ينقسمون إلى حزبين :حزب الرحمن, وهم الذين تنطبق عليهم أركان الإسلام وأركان الإيمان غير رادين شيئا من شرع الله وحزب الشيطان وهم المحاربون لشرع الله.

২১. আমরা এই যুগের দলগুলোকে ঘৃণা করি। যেমন, নাস্তিক কমিউনিজম বা সাম্যবাদ, নাস্তিক বা'ছী দল, নাস্তিক নাছেরী দল, নাস্তিক সমাজতান্ত্রিক দল এবং গোমরাহ রাফেয়ী দল।

আমরা মনে করি যে, সকল মানুষ দুই দলে বিভিক্ত। রহমান আল্লাহ তা'আলার দল, যারা আল্লাহ তা'আলার শরীয়াতের কোন কিছুকে প্রত্যাখ্যান না করে ইসলাম ও ঈমানের রুকনসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। আর শয়তানের দল, যারা আল্লাহর শরীয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

٢٢-ننكر على الذين يقسمون الدين إلى قشور ولباب ونعلم أن هذه دعوة هدامة.

২২. যারা দীনকে তুচ্ছ ও গুরুত্বপূর্ণ এভাবে ভাগ করে আমরা তাদের বিরোধিতা করি। আর আমরা মনে করি যে, এটি ধ্বংসাত্মক দাওয়াত।

٢٣-ننكر على من يُزهد في علم السنة, ويقول ليس هذا وقته, وكذا من يزهد في العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

২৩. যারা সুন্নাতের জ্ঞান আহরণ করা থেকে নিরুৎসাহিত করে আর বলে যে, 'এখন উপযুক্ত সময় নয়' আমরা তাদের বিরোধিতা করি। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী আমল করতে যারা নিরুৎসাহিত করে তাদেরও আমরা বিরোধিতা করি।

٢٤–نرى تقديم الأهم فألاهم, فالواجب على المسلمين أن يهتموا بإصلاح العقيدة, ثم بالقضاء على الشيوعية, وحزب البعث, وذلك لا يكون إلا بالاتحاد على التمسك بالكتاب والسنة.

২৪. আমরা মনে করি যে, অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আগে সম্পাদন করতে হবে। সুতরাং মুসলিমদের জন্য ফরয হলো, তারা প্রথমে আক্বীদা সংশোধনের দিকে, তারপর কমিউনিজম বা সাম্যবাদ, বাথ পার্টি ধ্বংসকরণের দিকে মনোযোগ দিবে। আর এটি ঐক্যবদ্ধভাবে কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা ছাড়া সম্ভব নয়।

٢٥–نرى أن الجماعة التي تضم الرافضي والشيعي والصوفي والسني غير قادرة على مواجهة الأعداء لأن هذا لا يكون إلا بأخوة صادقة واتحاد في العقيدة.

২৫. আমরা মনে করি, কোন জামাআতই শত্রুদের মুকাবিলা করতে সক্ষম নয়; হোক তা রাফেযী বা শী'আ বা ছূফী বা সুন্নী, যতক্ষণ না সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব এবং এই আক্বীদার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়।

٢٦–ننكر على من كابر وزعم أن الدعاة إلى الله وهابية عملاء, ونعلم قصدهم الخبيث أنهم يريدون أن يجعلوا بين العامة وبين أهل العلم حاجزا.

২৬. যারা অহংকার করে এবং দাবি করে যে, আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বানকারীগণ হলেন ওয়াহাবী, আমরা তাদের বিরোধিতা করি। এতে

তাদের যে নোংরা উদ্দেশ্য আছে তা আমরা জানি। সেটি হলো, তারা সাধারণ মানুষ ও আলেমগণের মাঝে প্রতিবন্ধক তৈরি করতে চায়।

٢٧–دعوتنا وعقيدتنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا, فلسنا مستعدين أن نبيعها بالذهب والورق, نقول هذا حتى لا يطمع في الدعوة طامع, ويظن أنه يستطيع أن يستميلنا بالدرهم والدينار, على أن ذوي السياسة يعلمون عنا هذا, من أجل هذا فهم آيسون من أن يطمعونا بمناصب أو بمال.

২৭. আমাদের নিজেদের জীবন, সম্পদ ও সন্তান সন্ততি থেকেও আমাদের দাওয়াত ও আক্বীদা আমাদের কাছে বেশি প্রিয়। আমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়েও সেগুলো বিক্রি করতে প্রস্তুত নই। আমরা এটি এজন্যই বলছি যাতে কেউ আমাদের দাওয়াত ক্রয় করার আশা না করে এবং কেউ যাতে মনে না করে যে, তারা দিনার ও দিরহামের বিনিময়ে আমাদের নিকট থেকে তা কিনতে সক্ষম হবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ আমাদের সম্পর্কে এগুলো জেনে ফেলেছে। সেকারণে তারা কোন পদমর্যাদা অথবা সম্পদের বিনিময়েও আমাদের নিকট থেকে তা পাওয়ার আশা থেকে নিরাশ হয়েছে।

٢٨–الحكومات نحبها بقدر ما فيها من الخير ونبغضها لما فيها من الشرِّ, ولا نجيز الخروج عليها إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان, بشرط أن نكون قادرين, وألا تكون المعركة بين المسلمين من الجانبين, فان الحكام يصورون الخارجين عليهم بصورة المخربين المفسدين وثمت شروط تراجع من كتبنا الأخرى.

২৮. সরকারের মধ্যে যতটুকু কল্যাণ আছে সেই পরিমাণই আমরা তাদেরকে ভালোবাসি আর যতটুকু অকল্যাণ আছে সেই পরিমাণ ঘৃণা করি। আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আমাদের কাছে দলীল বিদ্যমান এমন স্পষ্ট কুফরী ছাড়া আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে জায়েয মনে করি না। তবে সেক্ষেত্রে (তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে) শর্ত হলো আমাদেরকে সক্ষম

হতে হবে এবং যাতে মুসলিমদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ না হয়। কারণ যারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে তাদেরকে তারা (দেশ) বিনাশকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী (রাষ্ট্রদ্রোহী) রূপে বর্ণনা দেয়। আর এই বিষয়ে আরো শর্ত রয়েছে যেগুলো আমাদের অন্য বইগুলো দেখা যেতে পারে।

٢٩–نقبل التوجيه والنصح ممن وجهنا, ونعلم أننا طلبة علم, نصيب ونخطئ, ونجهل ونعلم.

২৯. যে কেউ দিক নির্দেশনা ও উপদেশ দিক না কেন আমরা তা গ্রহণ করি। আর আমরা মনে করি যে, আমরা ত্বলিবে ইলম বা ছাত্র। আমরা সঠিকও করি, আবার ভুলও করি, (কিছু বিষয়) আমরা জানি না, আবার (কিছু বিষয়) আমরা জানি।

٣٠–نحب علماء السنة المعاصرين, ونرغب في الاستفادة منهم ونأسف لجمود كثيرٍ منهم.

৩০. এই যুগের আহলে সুন্নাতের আলেমদেরকে আমরা ভালোবাসি, তাদের থেকে উপকৃত হতে আমরা আগ্রহী এবং তাদের থেকে অনেক মানুষের পাশ কাটিয়ে যাওয়াতে আমরা দুঃখিত হই।

٣١–لا نقبل الفتوى إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة.

৩১. আল্লাহ তা‘আলার কিতাব অথবা প্রমাণিত রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত থেকে দলীল ছাড়া আমরা কোন ফাতওয়া গ্রহণ করি না।

٣٢–ننكر على المسؤولين وغيرهم زيارة قبر (لينين) وغيره من زعماء الإلحاد للتعظيم.

৩২. সম্মানের জন্য যারা লেনীনসহ অন্যান্য নাস্তিক প্রধানদের কবর যিয়ারত করে আমরা তাদের বিরোধিতা করি।

٣٣–ننكر على حكام المسلمين الاتحاد مع أعداء الإسلام سواء كانوا أمريكيين أو شيوعيين.

৩৩. ইসলামের শত্রুদের সাথে যেসকল মুসলিম সরকার ঐক্যবদ্ধ হয় আমরা তাদের বিরোধিতা করি। হোক সেসব শত্রু আমেরিকান অথবা সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট।

٣٤–الدعوات الجاهلية كالقومية والعروبة ننكرها ونعتبرها دعوات جاهلية, ومن الأسباب التي أخرت المسلمين.

৩৪. জাহিলী দাওয়াতসমূহ যেমন জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তা, আমরা এগুলোর বিরোধিতা করি এবং এগুলোকে জাহিলী দাওয়াত হিসেবে গণ্য করি। আর এই কারণগুলোই মুসলিমদেরকে পিছিয়ে দিয়েছে।

٣٥–ننتظر مجددا يجدد الله به هذا الدين لما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كلِّ مئة سنة من يجدد لها دينها) ونرجو أن تكون اليقظة الإسلامية ممهدة له.

৩৫. আমরা একজন মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকের অপেক্ষা করছি, আল্লাহ তা‘আলা যাকে দিয়ে তার দীনকে সংস্কার করবেন। ইমাম আবূ দাউদ তার সুনান আবূ দাউদে আবূ হুরায়রাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا** নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা এই উম্মাতের জন্য প্রতি একশত বছরের শিরোভাগে এমন লোকের আর্বিভাব ঘটাবেন, যিনি এই

উম্মাতের জন্য দীনকে সংস্কার করবেন (আবূ দাউদ, হা/৪২৯১)। আর আমরা আশা রাখি যে, ইসলামী জাগরণ তার জন্য প্রস্তুত।

٣٦–نعتقد ضلال من ينكر أحاديث المهدي والدجال, ونزول عيسى بن مريم عليه السلام, ولسنا نعني مهدي الرافضة, بل إمام من أهل بيت النبوة, ومن أهل السنة يملأ الأرض عدلا وقسطا, كما ملئت ظلماً وجوراً, وقلنا إنه من أهل السنة لأن سب أفاضل الصحابة ليس من العدل.

৩৬. আমরা বিশ্বাস করি যে, যারা মাহদী, দাজ্জাল ও ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ বিষয়ক হাদীছগুলোকে অস্বীকার করে তারা গোমরাহ। (এখানে মাহদী বলতে) রাফেযীদের মাহদীকে বুঝাচ্ছি না। বরং তিনি হলেন আহলে বাইত এবং আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত একজন ইমাম। পৃথিবী যেমনভাবে অন্ধকার ও অত্যাচারে পূর্ণ ছিল, ঠিক তেমনভাবে তা ন্যায় ও ইনছাফে পূর্ণ হয়ে যাবে। আর আমরা বলছি যে, তিনি আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সম্মানীত ছাহাবীগণকে গালি দেয়া ন্যায় ও ইনছাফ হতে পারে না। (অথচ রাফেযীরা এমনটি করে)।

٣٧–هذه نفثات عن عقيدتنا ودعوتنا, وذكرها بأدلتها يطول الكتاب, وقد ذكرت جل أدلتها في (المخرج من الفتنة) , ومن لديه أي اعتراض على هذا فنحن مستعدون لقبول النصح إن كان محقا, ولمناظرته إن كان مخطئا, وللإعراض عنه إن كان معاندا. والله اعلم.

هذا, ومما ينبغي أن يعلم أن هذا ليس شاملا لدعوتنا ولعقيدتنا, فان دعوتنا من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة, وهكذا العقيدة, وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.

৩৭. এগুলো হলো আমাদের আক্বীদা ও দাওয়াতের সামান্য বর্ণনা। দলীলসহ এগুলো উল্লেখ করলে কিতাব অনেক লম্বা হয়ে যাবে। আর অধিকাংশ দলীলই আমি উল্লেখ করেছি ‘আল মাখরাজু মিনাল ফিতনাহ’ নামক কিতাবে। আর এই বিষয়ে কারো যদি কোন আপত্তি থাকে, তাহলে সে যদি সত্যবাদী হয় তবে আমরা তার উপদেশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত, আর যদি ভুলকারী হয় তবে আমরা তার সাথে মুনাযারা বা বিতর্ক করতে প্রস্তুত, আর যদি অবাধ্য হয় তবে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত। আর আল্লাহ তা‘আলাই অধিক অবগত। আর এটা জেনে রাখা উচিত যে, এগুলোই শুধু আমাদের দাওয়াত ও আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের দাওয়াত হলো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এবং কুরআন ও সুন্নাহর দিকে। এরকমই আমাদের আক্বীদা। আল্লাহ তা‘আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক, আর আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

ফিতনাহ হতে মুক্তির উপায়:

১. তাক্বওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করা।

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ۝٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ﴾

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। সূরা আত-ত্বলাক্ব ৬৫: ২-৩

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا﴾

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন। সূরা আত-ত্বলাক্ব ৬৫: ৪

২. পৃথিবীর সকল মুসলিমকে নিজের ভাই গণ্য করা।

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ﴾

নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১০

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে। সূরা আল মায়িদা ৫:৫৪

৩. মুসলিমদের জন্য একক শাসক (কুরাইশ বংশ থেকে) তৈরির চেষ্টা করা।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

الأئمة في قريش

"শাসকদেরকে মনোনীত করা হবে কুরাইশ বংশ থেকে"। তিনি আরো বলেছেন:

لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان

"যতক্ষণ পর্যন্ত কুরাইশদের দুইজন ব্যক্তিও অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত শাসনকার্যের এই দায়িত্ব কুরাইশ বংশের অধীনে থাকবে" । ছুহীহ মুসলিম হা/১৮২০। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন:

الخلافة في قريش

"খিলাফতের দায়িত্ব কুরাইশ বংশের অধিকারে থাকবে"। আছ ছুহীহাহ হা/১০৮৪। সুতরাং যদি কেউ বলপূর্বক এই অধিকার কুরাইশদের থেকে ছিনিয়ে নেয়, তাহলে সে জবরদখলকারী বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যখন তার ক্ষমতা শক্তিশালী হয়ে যাবে, তখন তার আনুগত্য করা ও মান্য করা ওয়াজিব হয়ে যাবে মুসলিমদের জীবন রক্ষার স্বার্থে যদি উক্ত শাসক মুসলিম হয়।

৪. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অব্যাহত রাখা।

﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ ﴾

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিৎনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সূরা আল আনফাল ৮:৩৯।

৫. কুরআন সুন্নাহর দলীল ছাড়া কোন আমল না করাকে আবশ্যক করা।

﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর। সূরা আল আরাফ ৭: ৩।

৬. শাসকের আনুগত্য করা যতক্ষণ না স্পষ্ট কুফরী প্রমাণিত হয়।

وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ».

আমরা দায়িত্বশীলদের সাথে ঝগড়া করব না। কিন্তু যদি স্পষ্ট কুফরী দেখ, তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তাহলে আলাদা কথা। মুত্তাফাকুন আলাইহি। ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৫৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭০৯।

৭. জালিমদের পরিত্যাগ করা।

আর যারা যুলম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; অন্যথায় আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না। অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। সূরা হুদ ১১৩।

৮. মুসলিমগণ যে দেশে তাদের দীন কায়েম করতে সক্ষম নয় সে দেশ হতে হিজরত করা।

নিশ্চয় যারা নিজদের প্রতি যুলমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা যমীনে দুর্বল

ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। সূরা আন নিসা ৪: ৯৭-৯৮।

৯. জালিমদের বিপক্ষে বদদু'আ করা যাতে তারা ধ্বংস হয় এবং মুসলিমদের মধ্য হতে উত্তম ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০. বিচ্ছিন্ন হওয়ার সকল পথ পরিহার করা।

আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সূরা ফুসসিলাত ৪১:৩৪।

১১. কু-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করা ও দুনিয়া বিমুখ হওয়া।

আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল। সূরা আন নাযি'আত ৭৯: ৪০-৪১। তোমাদের ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা বিশেষ। সূরা আত-তাগাবুন ৬৪: ১৫।

১২. উপকারী ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা।

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

আর যদি কোন ব্যক্তি 'ইল্ম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হয়, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের দিকে রাস্তা সহজ করে দেন। ছ্বহীহ: মুসলিম হা/২৬৯৯, তিরমিযী হা/২৬৪৬, ইবনে মাজাহ হা/২২৫।

১৩. জাহিল সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

আর আমি তোমাদের ও আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত তোমরা কর তাদের পরিত্যাগ করছি এবং আমি আমার রবের ইবাদত করছি। সূরা মারইয়াম ১৯: ৪৮।

['আল মাখরাজু মিনাল ফিতনাহ' কিতাব হতে গৃহিত]